তারিখ ... 7 MAY 2017
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৬

সমকাল

সঙ্গীত কলেজে ছড়াছড়ি চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকের

সমকালের আয়নায় ঢাকার সরকারি কলেজ

শেষ

■ কামরান সিদ্দিকী

গত মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের কথা। 'উন্নয়ন ভাবনা : সরকারি সঙ্গীত কলেজ' শীর্ষক মতবিনিময় সভা হচ্ছিল প্রতিষ্ঠানটির অডিটোরিয়ামে। সেখানে প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থী জানায়, 'কলেজের সব হারমোনিয়ামই নষ্ট।' সমস্বরে 'জি জি' বলে তার কথায় সায় দেয় অন্য ছাত্রছাত্রীরা। ওই কলেজের নজরুলসঙ্গীতের প্রভাষক মাইনুল হাসান জানান, কেবল নষ্টই নয়– একটারও ঢাকনা নেই। তবলা রাখার কোনো বিড়াও নেই।' রাজধানীর একমাত্র সরকারি সঙ্গীত কলেজের বেহাল এ অবস্থার বিবরণ রয়েছে ওই সভার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনেও। শিক্ষার উপকরণ নেই, শিক্ষকও নেই। আছে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকের ছড়াছড়ি।

রবীন্দ্র, নজরুল, লোক, উচ্চাঙ্গ ও তবলা– সঙ্গীতের এ পাঁচটি বিষয়ে পড়ানো হয় সরকারি সঙ্গীত কলেজে। এ প্রতিষ্ঠানের ২৬টি শিক্ষক পদের মধ্যে সঙ্গীতের জন্য নির্ধারিত শিক্ষক পদ ১৬টি। তবে তাদের মধ্যে বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ শিক্ষক মাত্র দু'জন। বাকি ১৪ জনের নিয়োগই

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৭

সঙ্গীত কলেজে ছড়াছড়ি

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

চুক্তিভিত্তিক। তাদের মধ্যে আবার চারজনের সঙ্গীতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রির বদলে পাস কোর্সের সার্টিফিকেট রয়েছে। তবলার ওপর কোনো ডিগ্রি না থাকার পরও 'প্রদর্শক' হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মদন কুমার বিশ্বাস। একই বিভাগের শিক্ষক রাশেদুল হাসানের কোনো স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেই। এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক এসব নিয়োগের জন্য অন্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্ত থাকে। যদিও লোকসঙ্গীতের শিক্ষক শেখ খালিদ হাসান টানা ছয় মাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগেও খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেন। নজরুলসঙ্গীতের শিক্ষক মফিজুর রহমান অন্তত সাত বছর ধরে একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত বিভাগে খণ্ডকালীন ও সঙ্গীত কলেজে পূর্ণকালীন চাকরি করেন। এ দু'জন সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সঙ্গীত কলেজে পড়িয়েছেন মোহাম্মদ শোয়েব। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তিনি। সর্বশেষ গত ৫ মার্চ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাস্টার্সের ছাত্র সোহানুর রহমান এবং নজরুল সঙ্গীতের মাস্টার্সের ছাত্রী ঊর্ব্বি সোম 'প্রদর্শক' হিসেবে এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন। মাস্টার্স শেষ না করা ডিগ্রি (পাস) কোর্সের এই দুই শিক্ষার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হলো। বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই চুক্তিভিত্তিক এসব নিয়োগে ছিল না কোনো বাছাই প্রক্রিয়া। বিসিএসের মাধ্যমে এসব পদে নিয়োগের জন্য শূন্য পদের বিষয়ও মন্ত্রণালয়ের জানা ছিল না। কলেজের সদ্য বিদায়ী অধ্যক্ষ শামীমা পারভীন শূন্য পদের বিপরীতে তার পছন্দমতো প্রার্থীদের নাম চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতেন। তার প্রস্তাব অনুসারে মন্ত্রণালয় তাদের চূড়ান্ত নিয়োগ অনুমোদন করতেন। কেবল চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষার্থীদের আবাসন ও শিক্ষা উপকরণ বা যন্ত্রপাতি ক্রয় বা সংরক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা চলছে দেশের একমাত্র বিশেষায়িত এই কলেজে। একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করা তিন শিক্ষকের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের চেয়ারপারসন ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী) সমকালকে বলেন, 'তারা সঙ্গীত কলেজের পূর্ণকালীন শিক্ষক ছিলেন। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরে তাদের আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতার অনুমতি দেওয়া হয়নি।'

স্টুডিওতে নেই প্রবেশাধিকার : তৃতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থী সমকালকে বলেন, 'কলেজে একটি স্টুডিও আছে। কিন্তু সেখানে শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার নেই। তিন বছরে কাউকে কাজও করতে দেখিনি।' তিনটি কম্পিউটার সংবলিত একটি ল্যাব থাকলেও সেখানে ইন্টারনেট সংযোগ নেই। শিক্ষার্থীদের এসব কম্পিউটার ব্যবহারের অনুমতিও নেই। মতবিনিময় সভায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ড. আলেয়া পারভীন জানান, কম্পিউটারগুলো গত বছর (৭-৮ মাস) ঠিক থাকলেও বর্তমানে ঠিক আছে কি-না জানি না। তানপুরাও সারাই করতে হবে বলে ওই সভায় আলোচিত হয়।

ছাত্রী হোস্টেল যেন কারাগার : সঙ্গীত কলেজে একাদশ, দ্বাদশ, স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স মিলিয়ে সর্বমোট ১৫৫ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করেন। কলেজ ভবনের দোতলায় প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রী হোস্টেলে বর্তমানে রয়েছেন ১০ ছাত্রী। সিট ভাড়া ৬০০ টাকা করে। গ্যাস না থাকায় তারা রান্না করেন কেরোসিনের স্টোভে। হোস্টেলের জীবনকে কারাগারের সঙ্গে তুলনা করে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ছাত্রী সমকালকে বলেন, 'এক বছর আগেও আমরা প্রতিদিন হোস্টেল থেকে বের হতে পারতাম। ক্যাম্পাসে ফিরতে হতো সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে। এখন শুধু শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা এবং সোমবার বিকেল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত বাইরে যাওয়া যায়।' তিনি জানান, অনেকের আর্থিক সমস্যা থাকলেও তারা টিউশনি করতে পারেন না। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সঙ্গীত কলেজের শিক্ষার্থী হলেও তারা সন্ধ্যার পর তো দূরের কথা, দিনের বেলায়ও সংশ্লিষ্ট কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য যেতে পারেন না। এসব কারণে হোস্টেলে ছাত্রীসংখ্যা কমছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। কলেজের নিচতলায় এবং পঞ্চম তলায় ক্যান্টিন থাকলেও এর কোনোটিই চালু নেই। এসব অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য সাবেক অধ্যক্ষ শামীমা পারভীনকে দায়ী করেন শিক্ষার্থীরা। তবে নতুন অধ্যক্ষ দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ১ এপ্রিল থেকে এসব নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এখন দিনের বেলা সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছাত্রীরা বাইরে থাকার অনুমতি পেয়েছেন।

এদিকে ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বনিবনা না হওয়ায় ২০১২ সাল থেকে ছাত্রাবাস বন্ধ রয়েছে। একাধিক ছাত্র এ প্রতিবেদকের কাছে দাবিগুলো মেনে নিয়ে হোস্টেল খুলে দেওয়ার কথা জানান।

পরীক্ষার ফল : সঙ্গীতের উচ্চ মাধ্যমিক (আই মিউজ) পর্যায়ে গত বছর ১৮ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেন ১৪ জন। এর মধ্যে জিপিএ ৪-৫ পান আটজন। ২০১৫ সালে ১৪ জনের মধ্যে মাত্র পাঁচজন পাস করেন। গত পাঁচ বছরের স্নাতক-পাস (বি. মিউজ)–এর ফল জানতে চাইলে কর্তৃপক্ষ শুধু ২০১৪ সালের ফল সংরক্ষিত থাকার কথা জানায়। তখন ২৪ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেন ২২ জন। তারা দ্বিতীয় বিভাগ পান।

সাবেক অধ্যক্ষের বক্তব্য : ২০০৯ সাল থেকে কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গত ৯ ফেব্রুয়ারি অবসরে গেছেন শামীমা পারভীন। পিআরএলের ছুটি বাতিলের শর্তে গত এক বছর তিনি চুক্তিভিত্তিক অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। তার মেয়াদকালে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগে বিভিন্ন অনিয়মের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে আমি কিছু জানতাম না। পরে জানতে পেরে একাধিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করা শিক্ষকদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়েছি।' প্রদর্শক হিসেবে নিয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'মিউজিকে ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকলেই প্রদর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যায়।' তিনি জানান, বিসিএসের মাধ্যমে শূন্য পদে নিয়োগ দিতে তিনি মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। কেন মন্ত্রণালয় শূন্য পদ সম্পর্কে অবহিত হয়নি, তা জানা নেই তার। ছাত্রী হোস্টেলের বিষয়ে তিনি বলেন, 'তাদের জন্য যা ভালো, সেটাই করার চেষ্টা করেছি।'

বর্তমান অধ্যক্ষের বক্তব্য : শামীমা পারভীনের অবসরের পর গত ১৩ মার্চ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন উপাধ্যক্ষ শিব্বির আহমেদ। এরপর গত ১৪ মার্চ অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেন ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজের ইংরেজি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক কৃষ্টি হেফাজ। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে অনিয়মের বিষয়ে তিনি সমকালকে বলেন, সে সময় তিনি দায়িত্বে ছিলেন না। তবে নিয়োগে কোনো অনিয়ম ঘটে থাকলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিসিএসের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পদ সৃষ্টির প্রয়োজন। বর্তমানে এটি প্রক্রিয়াধীন আছে। ছাত্রী হোস্টেলে বিষয়ে তিনি বলেন, 'ছাত্রীদের হোস্টেল থেকে বের হতে না দেওয়ার বিষয়টি সত্যিই অমানবিক ছিল। ১ এপ্রিল থেকে আগের নিয়ম শিথিল করে তিনি সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের বাইরে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। তবে সন্ধ্যার পরও তারা শিক্ষক এবং অভিভাবকদের অনুমতি সাপেক্ষে বাইরে থাকতে পারবে। সঙ্গীতের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সারানো ও কেনার উদ্যোগ ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।